সংবাদ
6 OCT 2008

ফিচার

# দেশে উচ্চতর পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রচলন হয়েছে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি; কিন্তু এর প্রায়োগিক দিক থেকে দেখা দিয়েছে জটিলতা, সনাতন পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য নেয়া হয়নি কোন ব্যবস্থা

**তনুশ্রী বর্মন**

বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়েছে নানা দিকমাত্রায়। তারই ধারায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে। এই অধ্যাদেশ প্রথম জারি হয় ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে। কিন্তু সব বিশ্ববিদ্যালয় তা সঠিক নিয়মে শুরু করতে পারেনি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতার কারণে। তারপরও এই পদ্ধতি শুরু হয়েছিল ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে। তবে এখন যে কোন জটিলতাকে অতিক্রম করে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ ২০০৮-২০০৯ থেকে গ্রেডিং পদ্ধতি সমগ্র উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সোহা সিকদার (২০) গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে ঢুকেই জানতে পারলাম পরীক্ষার ফল হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। তবেও ব্যাপারগুলো আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন। তাই কোন সমস্যা হচ্ছে না। নতুন এই পদ্ধতিতে রেজাল্ট পেয়ে আমরাও আনন্দিত।'

কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র খন্দকার আবু নঈম। তাদের কলেজের পরীক্ষার ফলাফল কোন পদ্ধতিতে দেয়া হয় এই প্রশ্নের উত্তরে বেশ আক্ষেপ করেই বললেন, ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতেই আমরা পরীক্ষার ফলাফল পাই। আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পেয়েছিলাম গ্রেডিং পদ্ধতিতে। গ্রেডিং পদ্ধতির আমরাই ছিলাম প্রথম ব্যাচ। মাধ্যমিক পরীক্ষার তিনদিন আগে জানতে পেরেছিলাম রেজাল্ট হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। তখনও কিছুটা সমস্যা হয়েছে। তারপরও নতুন পদ্ধতি সবাই গ্রহণ করেছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আবার সেই ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি পেলাম। পরীক্ষার ফলাফলের এই বহুমাত্রিকতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা সৃষ্টি করছে।'

কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি কলেজ। কলেজের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এখানকার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে আসছে সনাতন পদ্ধতিতে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এ পরিবর্তনের হাওয়া এসেছে খুব ধীরগতিতে। পৃথিবী যখন অনেক এগিয়ে গেছে তখন আমরা আছি সেই আগের জায়গায়। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে নানামুখি সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমন :

১. চাকরির ক্ষেত্রে মূল্যায়ন-সংক্রান্ত সমস্যা।

২. বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা।

৩. বিদেশে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের এবং ডিগ্রির নাম সংক্রান্ত সমস্যা। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নামে বিভাগের নামকরণ করা হয়ে থাকে সেই নামই পৃথিবীর অনেক দেশে গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

৪. উচ্চশিক্ষার মান সংক্রান্ত সমস্যা।

৫. দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্টের ধরন বিভিন্ন হওয়ায় দেশে এবং বিদেশে মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমস্যা।

৬. একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন বিভাগে রেজাল্টের ধরনের ভিন্নতার দরুন মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমস্যা।

শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র সুমন সাহা (২৬) বললেন, 'আমরা অনার্সের রেজাল্ট পেয়েছি ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে। কিন্তু এখন আবার রেজাল্ট পাচ্ছি গ্রেডিং পদ্ধতিতে। এখানে শতকরা ৯০ নম্বর পেলে এ প্লাস হয় যা পাওয়া সত্যিই খুব কষ্টসাধ্য।'

ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. হজরত আলী বললেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) যে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলন করেছে সে অনুযায়ী আমাদের অনার্স কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলন হলেও কিছু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। যেমন : যারা ট্র্যাডিশনাল বা সনাতন পদ্ধতিতে রেজাল্ট পেয়েছে তাদের সঙ্গে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির নম্বরের মানের পার্থক্য আছে। শিক্ষার্থীরা একই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রকমের রেজাল্টের অধিকারী হচ্ছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থাতে অসামঞ্জস্যতা বিরাজ করছে এবং সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা হলো সনাতন পদ্ধতির জন্য পুরাতন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নতুন (অভিন্ন গ্রেড পদ্ধতি) শিক্ষার্থীদের মানদণ্ড মূল্যায়নের মাপকাঠি এক না থাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক আ আ-ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'একজন শিক্ষার্থীর সমগ্র একাডেমিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়াতে তাকে বিবিধ বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। তাই অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি বা UNIFORM GRADING SYSTEM শুরু হওয়াতে সব শিক্ষার্থী সমভাবে মূল্যায়িত হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা সহজ হবে। তবে পুরনো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নতুন শিক্ষার্থীদের রেজাল্টের সমন্বয় করতে হবে।'

'গ্রেডিং পদ্ধতি হলো পরীক্ষার রেজাল্ট মূল্যায়নের একটি কার্যকর পদ্ধতি'– বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. আমিনুল ইসলাম। তিনি আরও বললেন, 'যেহেতু গ্রেডিং পদ্ধতি নতুন একটি পদ্ধতি সেক্ষেত্রে কিছুটা অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। তাই এ পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে বোঝাতে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সুপারিশ করা হয় ৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সের জন্য ক্রেডিট আওয়ার কমপক্ষে ১২০ নির্ধারণ করা হোক। ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্সের জন্য ক্রেডিট আওয়ার কমপক্ষে ৩০ এবং ২ বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্সের জন্য ক্রেডিট আওয়ার কমপক্ষে ৬০ নির্ধারণ করা হোক। পূর্বের মতো মিডটার্ম, ক্লাস প্রেজেন্টেশন, টিউটোরিয়ালের নম্বরও যোগ হবে। আরও ৫ নম্বর থাকবে ক্লাস উপস্থিতির ওপর।'

বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলন করেছে তা নিম্নরূপ :

| নম্বর ব্যাপ্তি | লেটার গ্রেড | গ্রেড পয়েন্ট |
|---|---|---|
| ৮০% ও এর ঊর্ধ্বে | এ প্লাস | ৪.০০ |
| ৭৫%-৭৯% | এ রেগুলার | ৩.৭৫ |
| ৭০%-৭৪% | এ মাইনাস | ৩.৫০ |
| ৬৫%-৬৯% | বি প্লাস | ৩.২৫ |
| ৬০%-৬৪% | বি রেগুলার | ৩.০০ |
| ৫৫%-৫৯% | বি মাইনাস | ২.৭৫ |
| ৫০%-৫৪% | সি প্লাস | ২.৫০ |
| ৪৫%-৪৯% | সি রেগুলার | ২.২৫ |
| ৪০%-৪৪% | ডি | ২.০০ |
| ৪০% এর কম | এফ | ০.০০ |

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে INCOMPLETE এর ক্ষেত্রে I এবং WITHDRAWN এর ক্ষেত্রে W ব্যবহার করা যাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাসকোর্সে ডিগ্রি দেয়া হলে সেখানে আপাতত পুরাতন পদ্ধতি বলবৎ থাকবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শেরেবাংলানগর, ঢাকার সেক্রেটারি মোঃ লুৎফে আলম বললেন, 'উচ্চতর শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী করার প্রয়াসে বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের সমন্বয়ে এবং তাদের সর্বসম্মতিক্রমে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলন হয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেছে যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। দেরিতে হলেও আমরা একটি নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারছি।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ডিন অধ্যাপক আনিসুর রহমান বললেন, 'দুবছর ধরে জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর পূর্বে এই কলেজ ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। সেই সময় তাদের রেজাল্ট দেয়া হতো সনাতন পদ্ধতিতে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই এখানে শুরু হয়েছে সেমিস্টার পদ্ধতি এবং রেজাল্ট দেয়া হয় গ্রেডিং পদ্ধতিতে।'

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আবু ইউসুফ বললেন, 'এটি একটি বড় সমস্যা যে আগের শিক্ষার্থীরা সনাতন পদ্ধতিতে রেজাল্ট পাবে। কেননা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম যখন শুরু হয় তখন তারা ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তাই সবাইকে এক প্লাটফর্মে আনা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব না।'

অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির নম্বর ব্যাপ্তি নিয়ে কিছু মতবিরোধও আছে বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারীবাগ ঢাকার লেদার টেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. হানিফ বললেন, 'অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী শতকরা ৮০-১০০ নম্বর পেলে এ প্লাস হবে। কিন্তু আমার মনে হয় এক্ষেত্রে নম্বরের ব্যবধানটা একটু বেশি। অন্যগুলোতে ব্যবধান ১০। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবধান ২০।'

বাংলাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুরু থেকে পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ে আসছে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। এ বিষয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর বললেন, 'একটি মানসম্মত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যা যা প্রয়োজন তার অনেকটুকুই আমি আমার ইউনিভার্সিটির শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছি। গ্রেডিং পদ্ধতিতে রেজাল্ট দেয়া তার মধ্যে একটি। ইউনিভার্সিটির শুরু থেকেই এ পদ্ধতিতে রেজাল্ট দেয়া হয়।'

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আরও বলেন, 'সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সেই দেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে তাই সব ধরনের আধুনিকতা গ্রহণ করতে হবে।

পুরাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু নতুন পদ্ধতির প্রয়োগিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে। সনাতন পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই শিক্ষা সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং মূল্যায়িত হবে সেই শিক্ষাব্যবস্থা।'

নিউজ নেটওয়ার্ক